সূত্র ও নীতিগাথা

ইউনিট ৪

ভূমিকা

পালি ভাষায় 'সুত্ত' শব্দের বাংলা অর্থ হলো 'সূত্র'। সূত্র শব্দের অর্থ 'সূচনা করা' অর্থাৎ যা দ্বারা অশান্তি ও অমঙ্গল থেকে শান্তি ও মঙ্গল সূচনা করে। বুদ্ধ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষে তাঁর শিষ্য ও উপাসক-উপাসিকাদের ধর্মদেশনা করতেন। ধর্মদেশনা করার সময় তিনি বিভিন্ন সূত্র ও নীতিগাথার মাধ্যমে উপদেশ দিতেন। বৌদ্ধরা সূত্রকে জীবনের রক্ষা কবচের মতো মনে করে। প্রকৃতপক্ষে সূত্র ও নীতিগাথাসমূহ হলো ভগবান বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বাণী। সূত্রগুলোর মধ্যে এমন এক সার্বজনীন উপদেশ রয়েছে যা মানুষকে সৎপথে জীবনযাপনে সহায়তা করে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ পাঠ -৪.১ : সূত্র ও নীতিগাথার ধারণা পাঠ -৪.২ : মঙ্গল সূত্রের পটভূমি পাঠ -৪.৩ : মঙ্গল সূত্র পাঠ -৪.৪ : মঙ্গল সাধনের উপায় পাঠ -৪.৫ : করণীয় মৈত্রী সূত্রের পটভূমি পাঠ -৪.৬ : করণীয় মৈত্রী সূত্র পাঠ -৪.৭ : মঙ্গল সূত্র ও করণীয় মৈত্রী সূত্রের শিক্ষা	সূত্র শব্দের অর্থ 'সূচনা করা' অর্থাৎ যা দ্বারা অশান্তি ও অমঙ্গল থেকে শান্তি ও মঙ্গল সূচনা করে। সূত্র ও নীতিগাথাসমূহ হলো ভগবান বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বাণী যা মানুষকে সৎপথে চলতে সহায়তা করে।

পাঠ-৪.১ সূত্র ও নীতিগাথার ধারণা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সূত্র ও নীতিগাথার ধারণা উপলব্ধি করতে পারবেন।
- সূত্র ও নীতিগাথার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**হিতোপদেশ, নীতিগাথা, সূত্রপাঠ, উৎসাহ বৃদ্ধি, রোগ-শোকের বিনাশ, ভয়-ভীতি দূর।**

বুদ্ধ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় ধর্মোপদেশ প্রদান করতেন। তিনি তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যদের মাঝে যেসব বাণী ও উপদেশ প্রদান করতেন সেগুলো তাঁর শ্রুতিধর শিষ্যরা হুবহু স্মৃতিতে ধারণ করতে পারতেন। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্তির পর বুদ্ধের শিষ্যরা তাঁর বাণী ও উপদেশ সূত্রাকারে প্রকাশ করেন। তার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো তাঁর নীতিকথা অনুধাবণ ও বুঝতে পারা। সূত্রগুলোর মধ্যে এমন বাণী ও উপদেশ রয়েছে যেগুলো মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করতে উদ্বুদ্ধ করে। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে সূত্র ও নীতিগাথার উপদেশ অনুসরণ করা আমাদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

সূত্র ও নীতিগাথাগুলো হলো বুদ্ধের শিক্ষা ও ধর্মদর্শনের অন্যতম হিতোপদেশ। এগুলো মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি সাধনে সহায়তা করে। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল বহন করে। এগুলো মানুষের জীবনকে সৎ ও সুন্দরভাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়তা করে। সূত্র ও নীতিগাথা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে পাঠ করা হয়। বৌদ্ধদের নিকট সূত্র এবং নীতিগাথা অত্যন্ত মূল্যবান। তাদের বিশ্বাস সূত্র পাঠ করলে বিপদ কেটে যায়। সব রকম ভয়-ভীতি-দুঃখ বিদূরিত হয়। রোগের বিনাশ হয়। শোক-পরিতাপ, বেদনা নাশ হয়। একাগ্রচিত্তে শ্রবণ ও আবৃত্তি করলে কাজে উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। তাই সূত্র ও নীতিগাথার গুরুত্ব অপরিসীম।
বিভিন্ন তিথি-পার্বণে, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে পূজনীয় ভিক্ষুসঙ্ঘ সূত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। উল্লেখ থাকে যে, সূত্র ও নীতিগাথাগুলো ত্রিপিটকের সূত্রপিটকের খুদ্দক নিকায়ের অর্ন্তগত। এগুলোর মধ্য থেকে আমরা 'মঙ্গল সূত্র' ও 'করণীয় মৈত্রী সূত্র' সম্পর্কে আলোচনা করবো।

সারসংক্ষেপ :

বুদ্ধ বিভিন্ন জনসমাবেশে এবং তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যদের মাঝে ধর্মোপদেশ প্রদানের সময় বিভিন্ন সূত্র ও নীতিগাথা ভাষণ করেছেন। এসব সূত্র ও নীতিগাথাসমূহে মঙ্গলকর্ম সম্পাদনের পাশাপাশি নৈতিক জীবনযাপনেরও নির্দেশনা দেয়া আছে। এই সূত্র ও নীতিগাথার উপদেশ অনুসরণ করেই সামাজিক ও পারিবারিক জীবন পরিচালনা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। এগুলো নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি সাধনের পাশাপাশি ইহলৌকিক মঙ্গলও সাধন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সূত্র ও নীতিগাথাসমূহ হলো বুদ্ধের-
ক. উপদেশের ফল
খ. মুখ নিঃসৃত বাণী
গ. নৈতিক উপদেশ
ঘ. আলোচনার বিষয়বস্তু

২। বিভিন্ন তিথি-পার্বণে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সূত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা করেন-
ক. আনন্দ স্থবির
খ. সমাজ প্রধানগণ
গ. পূজনীয় ভিক্ষুসঙ্ঘ
ঘ. রাজা ও প্রজাবৃন্দ

উত্তরমালা : ১. খ, ২. গ.

পাঠ-৪.২ মঙ্গল সূত্রের পটভূমি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মঙ্গল শব্দের অর্থ বলতে পারবেন।
- মঙ্গল সূত্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**মঙ্গল-অমঙ্গল, তর্ক-বির্তক, রাজগৃহ, দেবতা, শ্রাবস্তীর জেতবন।**

মঙ্গলের ধারণা :

'মঙ্গল' শব্দের সাধারণ অর্থ শুভ বা ভালো, উপকার কিংবা কল্যাণ। আমরা সবসময় নিজের ও অন্যের শুভ বা ভালো কামনা করে থাকি। একে মঙ্গল কামনা বলা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কিসে বা কী করলে মঙ্গল হয় এ নিয়ে মনে প্রশ্ন জাগে। অনেকে অনেক ধরণের আচরণ বা চিহ্নকে মঙ্গল ও অমঙ্গলসূচক মনে করেন। যেমন- অনেক সময় কিছু ঘ্রাণ নেয়া, স্বাদ নেয়া বা স্পর্শ করাকেও মঙ্গল-অমঙ্গল বলে চিহ্নিত করা হতো। এ নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হতো।

মঙ্গল সূত্রের উৎপত্তি

প্রাচীনকালে মগধ রাজ্যের রাজগৃহ নগরের সভাগৃহে বিশেষ কাজ উপলক্ষে একবার অনেক মানুষের সমাগম ঘটেছিল। এক সময়ে তাদের মধ্য থেকে একজন বললেন-'আমার কিছু মঙ্গল কাজ সারতে হবে'। একথা বলে তিনি সভাস্থল ছেড়ে চলে গেলেন। তার কথা শুনে অনেকে অবাক হলেন। তারা একে অন্যকে প্রশ্ন করতে লাগলেন-মঙ্গল জিনিসটা কী? অনেকে অনেক রকম উত্তর দিলেন। কিন্তু কেউ কারোটা বুঝতে পারলেন না। 'মঙ্গল' শব্দের প্রকৃত অর্থ তারা কেউ বলতে পারলো না।

মানুষের পাশাপাশি দেবতাদের মধ্যেও মঙ্গল নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হতো। এরূপ উক্ত আছে, এক সময় বুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে অবস্থান করছিলেন। এ সময় অন্যতর দেবতা স্বীয় দিব্য দেহ প্রভায় সমস্ত জেতবন আলোকিত করে রাত্রের শেষ সময়ে যেখানে বুদ্ধ ছিলেন সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে বুদ্ধকে অভিবাদন জানিয়ে সেই দেবতা বুদ্ধকে বললেন, প্রভু! বহু দেবতা ও মানুষ মঙ্গল বিষয়ে চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু কেউ তা অবগত হতে পারেননি। অতএব, আপনি দেব-মানুষের প্রতি অনুকম্পা করে সেই মঙ্গলসমূহ কী কী বলুন।

তার উত্তরে বুদ্ধ দেবতা ও মানুষের কল্যাণ ও উপকারের জন্য 'মঙ্গল সূত্র' দেশনা করলেন। মঙ্গল সূত্রে আটত্রিশ প্রকার মঙ্গলের কথা উল্লেখ করেন তিনি। এভাবেই মঙ্গল সূত্রের উৎপত্তি হয়।

দেবতাদের নিকট ভগবান বুদ্ধের মঙ্গলসূত্র দেশনা

সারসংক্ষেপ :

প্রাচীনকালে রাজগৃহে কোনো বিশেষ কাজে অনেক লোক সমবেত হয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন মঙ্গল কাজ করতে হবে বলে চলে গেলেন। তখন অন্যদের মধ্যে মঙ্গল কী-এ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। মঙ্গল শব্দের প্রকৃত অর্থ কেউ বলতে পারলেন না। সমবেত লোকদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছিল। এ মতভেদ ভূমি থেকে স্বর্গের দেবতাদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এতে দেবরাজ ইন্দ্র বলেছিলেন এর সমাধান গৌতম বুদ্ধ ছাড়া কেউ দিতে পারবেন না। বুদ্ধ তখন শ্রাবন্তীর জেতবন বিহারে অবস্থান করছিলেন। একজন দেবতা স্বীয় দিব্য দেহ ধারণ করে বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়ে 'মঙ্গল কী' দেশনার জন্য প্রার্থনা করলেন। বুদ্ধ দেবতা ও মানুষের কল্যাণার্থে আটত্রিশ প্রকার মঙ্গল ব্যাখ্যা করেন। এটিই 'মঙ্গল সূত্র' নামে খ্যাত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সমবেত লোকদের মধ্যে কী নিয়ে মতভেদ দেখা দিল?

ক. মঙ্গল বিষয়ে খ. অমঙ্গল বিষয়ে

গ. সুখ বিষয়ে ঘ. দুঃখ বিষয়ে

২। ঘ্রাণ নেয়া, স্বাদ নেয়া বা স্পর্শ করাকে কী বলে চিহ্নিত করা হয়?

ক. দুঃখ খ. বেদনা

গ. অকল্যাণ ঘ. অমঙ্গল

উত্তরমালা : ১. ক, ২. ঘ

পাঠ-৪.৩ মঙ্গল সূত্র

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মঙ্গল সমূহের নাম বলতে পারবেন।
- কী উপায়ে দেব-মনুষ্যের মঙ্গল হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মঙ্গল সূত্র পালি ভাষায় বলতে পারবেন।
- মঙ্গল সূত্রের বাংলা অনুবাদ বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**মাঙ্গলিক বিষয়, জ্ঞানীলোকের সেবা, ধর্মত জীবন, শিল্পবিদ্যা, সুভাষিত বাক্য, নিষ্পাপ ব্যবসা, ক্ষমাশীল, ব্রহ্মচর্য, লোকধর্ম, শীলবান।**

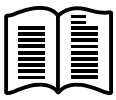

বুদ্ধ মানবের সুখ, শান্তি, কল্যাণ ও সমৃদ্ধির জন্য আটত্রিশ প্রকার মাঙ্গলিক বিষয় নির্দেশ করেছেন যা 'মঙ্গল সূত্র' নামে অভিহিত। বুদ্ধ নির্দেশিত আটত্রিশটি মঙ্গলজনক কাজের মধ্য থেকে বারটির পালি ও বাংলা অনুবাদ নিচে প্রদান করা হলো।

মঙ্গল সূত্র (পালি ও বাংলা অনুবাদ)

১. পালি: বহূ দেবা মনুস্সা চ, মঙ্গলানি অচিন্তয়ুং
আকঙ্খমানা সোত্থানং ব্রুহি মঙ্গলমুত্তমং।

অনুবাদ: বহু দেবতা ও মানুষ স্বস্তি কামনা করে কিসে মঙ্গল হয় তা চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু কিসে মঙ্গল হয় তা কেউই সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারেননি। আপনি দয়া করে দেবতা ও মানুষের মঙ্গলসমূহ ব্যক্ত করুন।

২. পালি: অসেবনা চ বালানং, পণ্ডিতানঞ্চ সেবনা,
পূজা চ পূজনীযানং, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

অনুবাদ: মুর্খ লোকের সেবা না করা; জ্ঞানী লোকের সেবা করা এবং পূজনীয় ব্যক্তির পূজা করা উত্তম মঙ্গল।

৩. পালি: পতিরূপদেসসাসো 'চ' পুব্বে চ কতপুঞ্ঞতা,
অত্তসম্মাপণিধি চ এতং মঙ্গলমুত্তমং।

অনুবাদ: ধর্মত জীবনযাপনের উপযোগী প্রতিরূপ দেশে বাস করা, পূর্বকৃত পুণ্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত থাকা ও নিজেকে সম্যক পথে পরিচালিত করা উত্তম মঙ্গল।

৪. পালি: বাহুসচ্চঞ্চ সিপ্পঞ্চ বিনযো চ সুসিক্খিতো,
সুভাসিতা চ যা বাচা, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

অনুবাদ: বহু শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করা, বিবিধ শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করা, বিনয়ী ও সুশিক্ষিত হওয়া এবং সুভাষিত বাক্য ভাষণ করা উত্তম মঙ্গল।

৫. পালি: মাতাপিতু উপট্ঠান, পুত্তাদারস্স সঙ্গহো,
অনাকুলা চ কম্মন্তা, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

অনুবাদ: মাতা ও পিতার সেবা করা, স্ত্রী ও পুত্রের যথাযথ ভরণপোষণ করা এবং নিষ্পাপ ব্যবসা ও বাণিজ্যের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা উত্তম মঙ্গল।

৬. পালি: দানঞ্চ ধম্মচরিযা চ' ঞাতকানঞ্চ সঙ্গহো,
অনবজ্জানি কম্মানি, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

অনুবাদ: দান দেওয়া, কায়-বাক্য ও মনে ধর্মাচরণ করা, জ্ঞাতিগণের উপকার সাধন করা এবং সদ্ধর্মে অবিচল থাকা উত্তম মঙ্গল।

৭. পালি: অরতী বিরতী পাপা, মজ্জপানা চ সঞ্ঞমো,
অপ্পমাদো চ ধম্মেসু, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

অনুবাদ: কায়িক ও মানসিক পাপ কাজে অনাসক্তি, শারীরিক ও বাচনিক পাপ থেকে বিরতি, মাদকজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকা এবং অপ্রমত্তভাবে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা উত্তম মঙ্গল।

৮. পালি: গারবো চ নিবাতো চ' সন্তুট্ঠী চ কতঞ্ঞুতা,
কালেন ধম্মসবণং এতং মঙ্গলমুত্তমং।

অনুবাদ: গৌরবনীয় ব্যক্তির গৌরব করা, তাদের প্রতি বিনয় প্রদর্শন করা, প্রাপ্ত বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকা, উপকারীর উপকার স্বীকার করা ও যথাসময়ে ধর্ম শ্রবণ করা উত্তম মঙ্গল।

৯. পালি: খন্তী চ সোবচসস্তা, সমাণানঞ্চ দস্সনং,
কালেন ধম্মসাকচ্ছা, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

অনুবাদ: ক্ষমাশীল হওয়া, গুরুজনের আদেশ যথাযথভাবে পালন করা, শীলবান শ্রমণদের দর্শন করা, যথাসময়ে ধর্ম শ্রবণ করা উত্তম মঙ্গল।

১০. পালি : তপো চ ব্রহ্মচরিযঞ্চ, অরিযসচ্চান দস্সনং,
নিব্বাণং সচ্ছিকিরিযা চ, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

অনুবাদ: তপস্যার্য ও ব্রহ্মচর্য পালন করা, চারি আর্যসত্য দর্শন করা এবং পরম নির্বাণ সাক্ষাৎ করা উত্তম মঙ্গল।

১১. পালি: ফুট্ঠস্স লোকধম্মেহি চিত্তং, যস্স ন কম্পতি,
অসোকং বিরজং খেমং, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

অনুবাদ: লাভ ও অলাভ, যশ ও অযশ, নিন্দা ও প্রশংসা, সুখ ও দুঃখ এই আট প্রকার লোকধর্মে কম্পিত না হয়ে অবিচলিত থাকা, শোক না করা, এবং নির্মল মুক্তিমার্গ (নির্বাণ) লাভ করা উত্তম মঙ্গল।

১২. পালি: এতাদিসানি কত্বান সব্বত্থমপরাজিতা,
সব্বত্থী সোত্থিং গচ্ছান্তি তং, তেসং মঙ্গলমুত্তমং।

অনুবাদ: এসব মঙ্গলজনক কর্ম সম্পাদন করলে সর্বত্র জয় লাভ করা যায় এবং এগুলো তাঁদের (দেব-মানুষের) উত্তম মঙ্গল।

সারসংক্ষেপ :

দেবতা ও মানুষের মঙ্গলের জন্য বুদ্ধ আটত্রিশ প্রকার মঙ্গল দেশনা করেছেন। মঙ্গল সূত্রে জ্ঞানী লোকের সেবা, প্রতিরূপ দেশে বসবাস করা, মাতা-পিতার সেবা, স্ত্রী-পুত্রের উপকার এবং সৎভাবে ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করার কথা বলা হয়েছে। দান, ধর্মাচরণ এবং সদ্ধর্মে অবিচল থাকা, শারীরিক ও মানসিক পাপ কার্য থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। গৌরবনীয় ব্যক্তিকে ব্যক্তিদের গৌরব প্রদর্শন, প্রাপ্ত বিষয়ে সন্তুষ্টি, উপকারীর উপকার স্বীকার এবং যথা সময়ে ধর্ম শ্রবণ করা উত্তম মঙ্গল। এছাড়া লাভ-ক্ষতি, নাম-যশ, নিন্দা-প্রশংসা, সুখ-দুঃখ সর্বক্ষেত্রেই চিত্তকে স্থির রাখা বাঞ্ছনীয়। উক্ত মঙ্গল কার্যগুলো সম্পাদন করে দেব-মানবেরা সর্বক্ষেত্রে জয়লাভ করতে পারেন। মঙ্গল সূত্রে বুদ্ধ এ সমস্ত কাজকে উত্তম বা শ্রেষ্ঠ মঙ্গল কাজ বলেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। 'অরিযসচ্চানং' শব্দের অর্থ হলো-

ক. মাতা-পিতার সেবা
খ. শ্রমণ দর্শন করা
গ. নির্বাণ লাভ
ঘ. চার আর্যসত্য

২। মঙ্গলকর্ম সম্পাদন করলে সর্বত্র-

ক. ধনী হওয়া যায়
খ. সুখস্বপ্ন দেখা যায়
গ. জয়লাভ করা যায়
ঘ. ভ্রমণ করা যায়

উত্তরমালা : ১. ঘ, ২. গ

শব্দার্থ

মঙ্গলানি অচিন্তযুং-মঙ্গল সম্পর্কে চিন্তা করেছেন; ব্রুহি মঙ্গলমুত্তমং- উত্তম মঙ্গলগুলো ব্যাখ্যা করুন; বালানং- মূর্খ ব্যক্তির; অত্তসম্মাপনিধি চ - নিজেকে সম্যক পথে নিয়ে যাওয়া; সিপ্পঞ্চ-বিবিধ শিল্প; সুভাসিতা- সুবাক্য ভাষণ করা; পুত্তদারস্স - স্ত্রী পুত্রের; অনবজ্জানি কম্মানি- নির্দোষ কর্ম সম্পন্ন করা; তপো- তপস্যা, অরিযসচ্চানং- আর্য সত্য; সমণানঞ্চ দস্সনং- শ্রমণদের দর্শন লাভ।

পাঠ-৪.৪ মঙ্গল সাধনের উপায়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মঙ্গল সাধনের উপায় জানতে পারবেন।
- মঙ্গল সূত্রের নির্দেশনা অনুসরণের ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**নৈতিক ও মানবিক গুণাবলির বিকাশ, কুশলকর্ম, সদ্ধর্ম আচরণ, চিত্তসংযত, লোভ-দ্বেষ-মোহ পরিত্যাগ।**

মঙ্গল সাধনের উপায় :

মঙ্গল সূত্রে বুদ্ধ ব্যক্তি ও সমাজজীবনে কীভাবে মঙ্গল সাধিত হয় সেই মঙ্গল সাধনের উপায়সমূহ নির্দেশ করেছেন। তিনি দেবতা ও মানুষের নৈতিক এবং মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধনের উপায়সমূহ চিহ্নিত করেছেন। সুন্দর পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে বুদ্ধের নির্দেশিত মঙ্গল সূত্রের উপদেশগুলোর ব্যাপক অবদান রয়েছে।

সূত্রটি পাঠ করলে দেখা যায়, পণ্ডিত বা জ্ঞানী ব্যক্তির সেবা করতে হবে, মূর্খ লোককে নয়। সদ্ধর্ম আচরণ করা যায় এমন প্রতিরূপ দেশে বসবাস করতে উপদেশ দেয়া হয়েছে। এর অর্থ হলো যে দেশে সৎভাবে জীবনযাপন করা যায় সে দেশে বসবাস করলে মঙ্গল সাধিত হবে। সুশিক্ষিত ব্যক্তির গুণ হলো বিনয় ও ভদ্রতা। মঙ্গল সূত্রে বিনয়ী হতে ও সুভাষিত বাক্য বলতে উপদেশ দেয়া হয়েছে। এতে সকলের মঙ্গল সাধিত হয়। মাতা-পিতার সেবা, স্ত্রী-পুত্রের প্রতি যথাযথ দায়িত্ব কর্তব্য পালন, সৎ ও নিস্পাপ ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা জীবনযাপনের মাধ্যমে মঙ্গল সাধিত হয়।

বৌদ্ধধর্মের পরম লক্ষ্য নির্বাণ। মঙ্গল কর্ম মানে কুশলকর্ম। সদচিন্তা ও সদ্‌কর্ম সম্পাদন করেই নির্বাণ লাভের পথে অগ্রসর হতে হয়। সকলের হিতার্থে ও মঙ্গলার্থে মঙ্গল সূত্রে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য পালন, চতুরার্য্য সত্য উপলব্ধি করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সকল প্রকার মঙ্গল বা কুশলকর্ম অনুশীলন করতে পারলে ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি আসবে। জীবন নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী। মানবজীবনের পরম মুক্তি হলো নির্বাণ লাভ। চিত্তকে সংযতকরণের মাধ্যমে লোভ-দ্বেষ-মোহ পরিত্যাগ করতে হয়। নাম-যশ, লাভ-ক্ষতি, সুখ-দু:খ ও নিন্দা প্রশংসা প্রভৃতি অষ্টবিধ লোকধর্মে বিচলিত না হয়ে কী করে নির্বাণ লাভ করা যায় তার ধারনা দেয়া হয়েছে। সুতরাং মঙ্গল সূত্রের প্রতিটি নির্দেশনাই মানব জীবনে অনুধাবন ও অনুসরণযোগ্য।

সারসংক্ষেপ :

মঙ্গল সূত্রে বুদ্ধ ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে মঙ্গল সাধনের উপায় সম্পর্কে দেশনা করেছেন। এই সূত্রের প্রতিটি উপদেশে মানব জীবনে কিসে মঙ্গল হয় তা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। বুদ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তির সেবা করতে বলেছেন মূর্খ লোককে নয়। সূত্রটিতে মাতা-পিতার সেবা করাকে পবিত্র কর্তব্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মাতা-পিতার মতো স্ত্রী-পুত্রের প্রতিও দায়িত্ব পালন করতে হয়। সকল প্রকার কুশলকর্ম সম্পাদন করে নির্বাণ পথে অগ্রসর হতে হয়। কারণ বৌদ্ধধর্মের পরম লক্ষ্য হলো নির্বাণ। মঙ্গল সূত্রের প্রতিটি বাণী মানব জীবনে অনুসরণযোগ্য। প্রকৃত অর্থেই এ বাণীগুলো ব্যক্তি ও সমাজের মঙ্গল সাধনের উপায় নির্দেশ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মঙ্গল সূত্রে কয় প্রকার মঙ্গলের কথা বলা হয়েছে?

ক. ১৫ খ. ৩০

গ. ৩৮ ঘ. ৪০

২। 'অসবেনা চ বালানং' বলতে বোঝায়-

ক. মূর্খ ব্যক্তির সেবা না করা খ. মাতা-পিতার সেবা না করা

গ. জ্ঞানী লোকের সেবা না করা ঘ. শিক্ষকের সেবা না করা

উত্তরমালা : ১. গ, ২. ক

পাঠ-৪.৫ করণীয় মৈত্রী সূত্রের পটভূমি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- 'মৈত্রী' শব্দের অর্থ বলতে পারবেন।
- 'মৈত্রী' সূত্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**মৈত্রীভাব, ধ্যান-সমাধি, বৃক্ষদেবতা, শীলপ্রভাব, বীভৎস রূপ, করুণা প্রদর্শন, অষ্টধর্ম শ্রবণ।**

মৈত্রী শব্দের অর্থ :

পালি 'মেত্তা' শব্দের অর্থ 'মৈত্রী'। মৈত্রী শব্দের আরো বাংলা অর্থ রয়েছে। তা হলো: মিত্রতা, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, সদিচ্ছা, সৌহার্দ্য, ভালোবাসা, অনুকম্পা, স্নেহ, প্রীতি, প্রেম, দয়া, অপরের উপকারে বা সহায়তায় এগিয়ে আসা ইত্যাদি। বৌদ্ধধর্মে মৈত্রীর প্রায়োগিক গুণ রয়েছে। মৈত্রী এমন একটা গুণ যা দিয়ে সমগ্র বিশ্ববাসীকে আপন করা যায় জয় করা যায় মনুষ্য ও অমনুষ্যের হৃদয়কেও।

মৈত্রী সূত্রের উৎপত্তি

এক সময়ে ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে অবস্থান করছিলেন। তখন বর্ষা সমাগত। বর্ষাবাসের জন্য ভিক্ষুরা পর্বতের গুহা বা বনের মধ্যে সুবিধা মতো কোনো স্থান বেছে নিতেন। সেই সময়ে পাঁচশত ভিক্ষু পর্বতের পাশে বনের মধ্যে সেরূপ স্থান বেছে নিয়ে বর্ষাবাস শুরু করেন। কাছাকাছি গ্রাম থেকে তাঁরা ভিক্ষান্ন সংগ্রহ ও ভোজন করে পরমসুখে কর্মস্থান ধ্যান-সমাধি করতেন। নির্মল জলবায়ু সেবন ও সুখাদ্যে তাঁদের শরীর ও মন বিশেষ প্রফুল্ল ছিল।

সেই বনের মধ্যে ছিল বহু বৃক্ষদেবতা। ভিক্ষুদের শীল প্রভাবে তারা নিজ নিজ বাসস্থানে অবস্থান করতে না পেরে পরিবার পরিজন নিয়ে যত্রতত্র পালিয়ে বেড়াতে লাগল। তারা কেবল ভাবছিল, কবে ভিক্ষুরা সেই স্থান ত্যাগ করবেন। কিন্তু বৃক্ষদেবতারা দেখল, ভিক্ষুরা বর্ষাবাস শেষ না করে এই স্থান ত্যাগ করবেন না।

একদিন ভিক্ষুদের বিতাড়িত করার উদ্দেশে দেবতারা নিরুপায় হয়ে স্থির করলেন যে, তারা ভিক্ষুদেরকে ভয়জনক বীভৎস রূপ প্রদর্শন করবে। বৃক্ষদেবতারা ভয়ংকর মূর্তি ধারণপূর্বক ভিক্ষুদের সামনে ভীষণ চিৎকার করে ভয় দেখাতে লাগল। এতে ভিক্ষুরা খুব ভয় পেলেন। তাঁরা ধ্যান-সমাধিতে চিত্ত নিবিষ্ট করতে পারলেন না। ক্রমেই তাঁরা অত্যন্ত কৃশ ও দুর্বল হয়ে পড়লেন। তাদের চিত্তও অস্থির হয়ে যায়। বিক্ষিপ্ত চিত্তে পুনঃ পুনঃ ভয়োৎপত্তির দরুন তাদের স্মৃতি হারিয়ে যায়। দেবতারা তাদের স্মৃতির দুর্বলতা জেনে অসহ্য দুর্গন্ধ বায়ু প্রবাহ করেন। সেই দুর্গন্ধের দ্বারা ভিক্ষুদের মন অস্থির হয়ে উঠে। এতে ভিক্ষুদের শিরঃপীড়া উৎপন্ন হয়। তখন ভিক্ষুরা পরামর্শ করে এর প্রতিকারের জন্য শ্রাবস্তীতে ভগবান বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হলেন। ভিক্ষুদের দেখে বুদ্ধ তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিলেন, বর্ষাবাসের সময় ভ্রমণ থেকে বিরত থাকার কথা। ভিক্ষুরা তখন বর্ষাবাসের স্থান ছেড়ে আসার সব ঘটনা খুলে বললেন।

সব শুনে বুদ্ধ বললেন, ''ভিক্ষুগণ! তোমরা আবার সে স্থানে ফিরে যাও। আমি তোমাদের বৃক্ষদেবতাদের থেকে পরিত্রাণের উপায় বলে দিচ্ছি। বৃক্ষদেবতা বা যক্ষদের সাথে শত্রুভাব পোষণ না করে মৈত্রীভাব পোষণ কর। তোমরা ধৈর্য্য ধরে তাদের প্রতি মৈত্রী ও করুণা প্রদর্শন কর।" এই বলে বুদ্ধ তাঁদের করণীয় মৈত্রী সূত্র দেশনা করলেন। তিনি বললেন, "এই সূত্র শিক্ষা করে বনে ফিরে যাও। প্রতিমাসে অষ্টধর্ম শ্রবণ দিবসে (আটটি উপোসথ দিবসে) এই সূত্র উচ্চস্বরে পাঠ করবে।

এ বিষয়ে ধর্মকথা বলবে, প্রশ্নোত্তর করবে, অনুমোদন করবে। সেই অমনুষ্যগণ আর ভয় দেখাবে না। তোমাদের উপকারী ও হিতৈষী হবে।"

বুদ্ধের উপদেশ মতো ভিক্ষুরা সেই স্থানে ফিরে গিয়ে করণীয় মৈত্রী সূত্র পাঠ ও মৈত্রী ভাবনায় রত হলেন। করণীয় মৈত্রী সূত্র পাঠের প্রভাবে বৃক্ষদেবতাদের উপদ্রব বন্ধ হলো। মৈত্রী ও করুণার প্রভাবে তারা আর কোনো উৎপাত করল না, অধিকন্তু অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে ভিক্ষুদের সেবায় রত হলো। অবশেষে পাঁচশত ভিক্ষু সেখানে বর্ষাবাস শেষ করতে সক্ষম হন। এই সূত্রে নির্বাণ লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের করণীয় মৈত্রী ভাবনার নির্দেশ আছে তাই সূত্রটির নাম "করণীয় মৈত্রীসূত্র"। পালিতে সূত্রটির নাম "করণীয় মেত্তসুত্তং"।

সারসংক্ষেপ :

এক সময়ে তথাগত বুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে অবস্থান করছিলেন। বর্ষাবাসের সময় হলে বুদ্ধের নির্দেশে পাঁচশ ভিক্ষু হিমালয়ের পাদদেশে বর্ষাবাস শুরু করেন। সেখানে বহু বৃক্ষদেবতা বাস করতো। বর্ষাবাসকালীন সময়ে ভিক্ষুদের শীল তেজে তারা স্ব স্ব বৃক্ষে অবস্থান করতে না পেরে এখানে ওখানে বিচরণ করতে লাগল। তারা ভিক্ষুদের সে স্থান পরিত্যাগের প্রতীক্ষায় থাকল। কিন্তু বর্ষাবাস শেষ না হলে ভিক্ষুদের স্থান ত্যাগের সম্ভাবনা না দেখে তারা উৎপাত শুরু করে দিল। এতে ভিক্ষুদের শীলপালন ও ধ্যান-কার্য্যে বিঘ্ন সৃষ্টি হলো। বৃক্ষদেবতাদের উৎপাতে ভিক্ষুরা বর্ষাবাস শেষ না করেই প্রতিকারের জন্য শ্রাবস্তীতে বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হলেন। বুদ্ধ তখন ভিক্ষুদের মৈত্রী শিক্ষা দিলেন এবং পূর্বস্থানে ফিরে গিয়ে বর্ষাবাস শেষ করার আদেশ দিলেন। ভিক্ষুরা পূর্বস্থানে ফিরে গিয়ে মৈত্রী সূত্র আবৃত্তি ও মৈত্রী-ভাবনা শুরু করলেন। এতে বৃক্ষদেবতাদের যাবতীয় উৎপাত বন্ধ হয়ে যায়। বৃক্ষদেবতারা ভিক্ষুদের প্রতি মৈত্রী ভাবাপন্ন হলো। এভাবেই মৈত্রী সূত্রের উৎপত্তি হয়েছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কারা ভিক্ষুদের শীলের প্রভাব সহ্য করতে পারলো না?

ক. বৃক্ষদেবতারা খ. বনের পশুপাখিরা

গ. সাগর দেবতারা ঘ. সমাজ প্রধানরা

২। বুদ্ধ বর্ষাবাসকারী ভিক্ষুদের কী সূত্র শিক্ষা দিলেন?

ক. মঙ্গল সূত্র খ. দণ্ডবর্গ সূত্র

গ. রতন সূত্র ঘ. করণীয় মৈত্রী সূত্র

উত্তরমালা : ১. ক, ২. ঘ.

পাঠ-৪.৬ করণীয় মৈত্রী সূত্র

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- করণীয় মৈত্রী সূত্র পালি ভাষায় বলতে পারবেন।
- করণীয় মৈত্রী সূত্র বাংলায় বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**শান্তেন্দ্রিয়, ঋজু, অবজ্ঞা, বৈরীহীন, মিথ্যা দৃষ্টি, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন।**

করণীয় মৈত্রী সূত্র (পালি ও বাংলা অনুবাদ) :

১। পালি : করণীযমত্থকুসলেন যন্তং সন্তং পদং অভিসমেচ্চ,
সক্কো উজু সুজু চ সুবচো চস্স মুদু অনতিমানী।

অনুবাদ, শান্তিময় নির্বাণপদ লাভে অভিলাষী, করণীয় বিষয় সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত ব্যক্তি-সক্ষম, সরল বা ঋজু, খুব সরল, সুবাধ্য, কোমল স্বভাব ও অভিমানহীন হতে হবে।

২। পালি : সন্তুস্সকো চ সুভরো চ অপ্পকিচ্চো চ সল্লহুকবুত্তি
সন্তিন্দ্রিযো চ নিপকো চ অপ্পগব্ভো কুলেসু অননুগিদ্ধো।

অনুবাদ : সর্বদা তাদের (যথালাভে) সন্তুষ্ট, সুখপোষ্য, অল্পে তুষ্ট, শান্তেন্দ্রিয়, অভিজ্ঞ, অপ্রগল্ভ বা বিনীত এবং গৃহীদের প্রতি অনাসক্ত হতে হবে।

৩। পালি : ন চ খুদ্দং সমাচরে কিঞ্চি যেন বিঞ্ঞু পরে উপবদেয্যুং,
সুখিনো বা খেমিনো হোন্তু সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা।

অনুবাদ : এমন কোনো ক্ষুদ্র (নীচ) আচরণ করবেন না যাতে অন্য বিজ্ঞগণ নিন্দা করতে পারেন। সকল প্রাণী সুখী হোক, ভয়হীন বা নিরাপদ হোক, শান্তি ও সুখ উপভোগ করুক-এরূপ চিন্তা করতে হবে।

৪। পালি : যে কেচি পাণাভূত্থি তসা বা থাবরা বা অনবসেসা,
দীঘা বা যে মহন্তা বা মজ্ঝিমা রস্সকা অণুকথুলা।

অনুবাদ : যেসব প্রাণী ভীত বা নির্ভীক, দীর্ঘ বা বড়, মধ্যম বা হ্রস্ব, ছোট বা স্থূল যে সমস্ত প্রাণী রয়েছে, তারা সকলে সুখী হোক।

৫। পালি : দিট্ঠা বা যেবা অদিট্ঠা যে চ দূরে বসন্তি অবিদূরে,
ভূতা বা সম্ভবেসী বা সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা।

অনুবাদ : যে সকল প্রাণী দেখা যায় বা দেখা যায় না, দূরে বা কাছে বাস করে, জন্মেছে বা জন্ম গ্রহণ করবে সেই সকল প্রাণীগণ সুখী হোক।

৬। পালি : ন পরো পরং নিকুব্বেথ নাতিমঞ্ঞেথ কত্থচি নং কঞ্চি,

ব্যারোসনা পটিঘসঞ্ঞ নাঞ্ঞমঞ্ঞস্স দুক্খমিচ্ছেয্য।

অনুবাদ : একে অপরকে বঞ্চনা করো না, কোথাও কাউকে অবজ্ঞা করো না। হিংসা বা ক্রোধবশতঃ কারো দুঃখ কামনা করো না।

৭। পালি : মাতা যথা নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে,
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসং ভাবযে অপরিমাণং।

অনুবাদ : মা যেমন একমাত্র পুত্রকে নিজের জীবন দিয়ে রক্ষা করেন, তেমনি সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমেয় মৈত্রীভাব পোষণ করবে।

৮। পালি : মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং মানসং ভাবযে অপরিমাণং,
উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ অসম্বাধং অবেরং অসপত্তং।

অনুবাদ : উর্দ্ধে, অধোদিকে ও মধ্যভাগে যে সকল প্রাণী আছে, তাদের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করবে। এরূপে মৈত্রী চিন্তা করতে করতে যত প্রাণী আছে, তাদের প্রতি ভেদজ্ঞান রহিত, বৈরীহীন ও শত্রুতাশুন্য হবে।

৯। পালি : তিট্ঠং চরং নিসিন্নো বা সযনো বা যাবতস্স বিগতমিদ্ধো,
এতং সতিং অধিট্ঠেয্য ব্রহ্মমেতং বিহারং ইধমাহু।

অনুবাদ : নিদ্রার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত দাঁড়ানো অবস্থায়, চলমান অবস্থায়, বসা বা শোয়া অবস্থায় মৈত্রী চিন্তা করবে। একে ব্রহ্মবিহার বলে।

১০। পালি : দিট্ঠিঞ্চ অনুপগম্ম সীলবা দস্সনেন সম্পন্নো,
কামেসু বিনেয্য গেধং ন হি জাতু গব্ভসেয্যং পুনরেতীতি।

অনুবাদ : শীলবান ও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন স্রোতাপন্ন ব্যক্তি মিথ্যা দৃষ্টি পরিত্যাগপূর্বক কাম ও ভোগবাসনাকে দমন করে অনাগামী হন, পুনর্বার গর্ভাশয়ে জন্মগ্রহণ করেন না।

মৈত্রী ভাবনার প্রতীক

শব্দার্থ

সন্তং - শান্ত; অভিসমোচ্চ- সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে; উজু- ঋজু বা সরল; সুভরো- সহজে প্রতিপালন করা যায়; সন্তিন্দ্রিয়ো- শান্ত ইন্দ্রিয়; নিপকো- প্রজ্ঞাবান; অপ্পগব্ভো- বিনীত, বিবেকবান, অননুগিদ্ধো- অনাসক্ত; উপবদেয্যুং- নিন্দা করা; খেমিনো- যিনি নিরাপত্তা বা শান্তি উপভোগ করেন; পাণভুতত্থি- জগতের প্রাণীকুল; থাবরা- স্থির; অসম্বাধং- ভেদ জ্ঞান রহিত; অসপত্তং- শত্রুতাহীন; তিট্ঠ- দাঁড়ানো; নিকুব্বেথ- বঞ্চনা; মানসং ভাবযে- মৈত্রী পোষণ করবে।

সারসংক্ষেপ :

করণীয় মৈত্রী সূত্রের নৈতিক শিক্ষা হলো, প্রত্যেক জীবের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করা। ক্ষুদ্র-বৃহৎ কোনো জীবকে অবহেলা না করা। যথালাভে সন্তুষ্ট থাকা। কোন ধরণের ন্দ কর্ম না করা। ঘুমে, জাগরণে, উপবেশনে সর্বদা সকল জীবের প্রতি মৈত্রী-ভাবনা করা । কারণ মৈত্রী-ভাবনা চিত্তকে সমাহিত করে। কায়-মন-বাক্য সংযত করে। মৈত্রী-ভাবনা শত্রুতা দূর করে সকলের প্রতি ভালোবাসা জাগ্রত করে। শীলবান ব্যক্তি মিথ্যাদৃষ্টি ত্যাগ করেন। ভোগ-লালসা ত্যাগ করেন। তারা পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না। নির্বাণ লাভ করতে সক্ষম হন। সুতরাং মৈত্রীসূত্রের গুণ অমোঘ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মৈত্রী-ভাবনা মানুষের-

ক. ইচ্ছা পূরণ করে
খ. দেশ ভ্রমণে উৎসাহিত করে
গ. কায়-মন-বাক্য সংযত করে
ঘ. বড়লোক হতে সাহায্য করে

২। 'সন্তিন্দ্রিয়ো' শব্দের অর্থ হলো-

ক. শান্ত ইন্দ্রিয়
খ. বিক্ষিপ্ত হৃদয়
গ. চঞ্চল ইন্দ্রিয়
গ. অশান্ত মন

উত্তরমালা : ১. গ, ২. ক

পাঠ-৪.৭ মঙ্গল সূত্র ও করণীয় মৈত্রী সূত্রের শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মঙ্গলের তালিকা তৈরি করতে পারবেন।
- করণীয় মৈত্রী সূত্রের মূল শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**শ্রেষ্ঠমঙ্গল কর্ম, কুশলকর্ম, নৈতিক শিক্ষা, জীবের প্রতি দয়া, মৈত্রীভাবনা, সহানুভূতিশীল, তৃষ্ণা নিরোধ।**

মঙ্গল সূত্র ও করণীয় মৈত্রী সূত্রে বহু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, যা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনকে সৎপথে চালিত করতে সহায়তা করে। চেতনাকে নৈতিক শিক্ষায় শাণিত করে। মঙ্গল সূত্রে জ্ঞানী লোকের সেবা করতে বলা হয়েছে। এর অর্থ জ্ঞানী লোককে অনুসরণ করতে হবে। সম্মানিত ব্যক্তিকে তাঁর যোগ্য সম্মান প্রদান করতে হবে। ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনযাপনের উপযোগী দেশে বসবাস করার উপদেশ দেয়া হয়েছে। ভালো কাজের কথা স্মরণ করে নিজেকে সঠিক পথে পরিচালিত করার উপদেশ উভয়সূত্রে রয়েছে। সবসময় সুভাষিত বাক্য বলতে হবে যাতে অন্য কেউ কোনো কষ্ট না পায়। মাতা-পিতা গুরুজনের সেবা করতে হবে। স্ত্রী–পুত্রের উপকার করতে হবে। সৎ ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে হবে। শারীরিক বা মানসিক পাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। মাদকদ্রব্য সেবন থেকে বিরত থাকতে হবে। উপকারীর উপকার স্বীকার করতে হবে। ভিক্ষু-শ্রমণ দর্শন ও ধর্ম আলোচনা শুনতে হবে। ধ্যান, সমাধি ও চারি আর্যসত্য অনুধাবন করতে হবে। নির্বাণ পথে পরিচালিত হবার জন্য কুশলকর্ম সম্পাদন করতে হবে। মঙ্গল সূত্রে ভগবান বুদ্ধ এ সমস্ত কাজকে উত্তম বা শ্রেষ্ঠ মঙ্গল বলেছেন।

করণীয় মৈত্রী সূত্রের নৈতিক শিক্ষা হলো, প্রত্যেক জীবের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করা। ক্ষুদ্র-বৃহৎ, দৃশ্য-অদৃশ্যমান কোনো জীবকে অবহেলা না করা। কারো অমঙ্গল কামনা না করা। সব সময় আপন সন্তানের মতো সকল জীবের প্রতি মৈত্রীভাব প্রদর্শন করা উচিত। কারণ মৈত্রী ভাবনা চিত্তকে শান্ত ও সমাহিত রাখে, কায়-মন-বাক্য সংযত করে। এতে শত্রুভাব দূর করে। কোন ধরণের নিন্দনীয় কর্ম না করা, অল্প লাভে সন্তুষ্ট থাকা এবং হিংসা বা ক্রোধবশত: কারো দু:খ কামনা করা উচিত নয়। যারা জন্মগ্রহণ করেছে, যারা ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করবে, এরূপ সকল জীবের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকা উচিত। এভাবে মৈত্রী ভাবনাকারী তৃষ্ণা নিরোধ করে পুর্নজন্ম রোধ করেন এবং নির্বাণ লাভ করতে সক্ষম হন। অতএব বলা যায়, বুদ্ধ দেশিত মঙ্গল সূত্র ও করণীয় মৈত্রী সূত্রের শিক্ষা আমাদের সকলের গ্রহণপূর্বক প্রতিপালন করা উচিত।

সারসংক্ষেপ :

মানুষ ও দেবতাদের মধ্যে মঙ্গল সূত্র ও করণীয় মৈত্রী সূত্রের প্রভাব ও গুরুত্ব অপরিসীম। মঙ্গল সূত্রে ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনযাপনের উপযোগী দেশে বসবাস করার কথা বলা হয়েছে। ভালো কাজের কথা স্মরণ করে নিজেকে সঠিক পথে চালিত করার উপদেশ উভয় সূত্রে দেয়া হয়েছে। মঙ্গল সূত্রে বর্ণিত মঙ্গল কর্মগুলোকে ভগবান বুদ্ধ উত্তম বা শ্রেষ্ঠ মঙ্গল বলেছেন। করণীয় মৈত্রী সূত্রের মূল শিক্ষা হলো সকল জীবের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করা। মৈত্রী ভাবনাকারী তৃষ্ণা নিরোধ করে পুণর্জন্ম রোধ করেন এবং নির্বাণ লাভ করতে সক্ষম হন। বুদ্ধ দেশিত মঙ্গল সূত্র ও করণীয় মৈত্রী সূত্র থেকে শিক্ষা অনুসরণ করা আমাদের সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. সর্বজীবের প্রতি বন্ধুত্ব পোষণের কথা কোথায় বলা হয়েছে?
ক. মঙ্গল সূত্রে খ. অঙ্গুলিমাল সূত্রে
গ. সংঘ বন্দনা সূত্রে ঘ. করণীয় মৈত্রী সূত্রে

২. ভিক্ষুরা কীভাবে তাঁদের বর্ষাবাস শেষ করল?
ক. বৃক্ষদেবতাদের ধ্বংস করে
খ. বনের শান্তি নষ্ট করে
গ. করণীয় মৈত্রী সূত্র পাঠ ও মৈত্রী ভাবনায় রত থেকে
ঘ. মঙ্গল সূত্র পাঠ ও মঙ্গলের কথা ভেবে।

উত্তরমালা : ১. ঘ, ২. গ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

সুমনা বড়ুয়া পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে। সে খুব মেধাবী। সুমনা তার মাতা-পিতার একমাত্র সন্তান। হঠাৎ একদিন সে জলে ডুবে মৃত্যু বরণ করে। এরপর থেকে তাদের বাড়িতে অশুভ আভাস পরিলক্ষিত হয়।

ক. মৈত্রী শব্দের অর্থ কী?
খ. কী উদ্দেশ্যে করণীয় 'মৈত্রী' সূত্র পাঠ করা হয়- ব্যাখ্যা করুন।
গ. উল্লিখিত ঘটনাটি কোন সূত্রের ইঙ্গিত বহন করে?
ঘ. "সূত্র পাঠ ব্যতিরেকে উক্ত পরিস্থিতি নিরসন সম্ভব নয়"- আলোচনা করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

মেকী খীসা কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় দেখলেন, পাশের বাড়ির মীনা বড়ুয়া খালি কলসি নিয়ে তার সামনে দিয়ে যাচ্ছে। এতে মেকী খীসা রেগে গিয়ে মীনাকে গালাগালি করেন।

ক. ভগবান বুদ্ধ দেশিত সূত্র ও নীতিগাথা সমূহ কোথায় সংরক্ষিত আছে?
খ. বিচারককে জ্ঞানী হতে হয় কেন?
গ. মেকী খীসার চরিত্রের সাথে মঙ্গল সূত্রের কোন শ্লোকের মিল দেখা যায়? ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. মেকী খীসার আচরণটি মঙ্গল সূত্রের আলোকে বিশ্লেষণ করুন।